Gb Admn 82

দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 SEP 1986

পৃষ্ঠা ৫ ... ১

6006-30

শিক্ষার প্রসার

উপপ্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুল মতিন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির সম্মিলিত উদ্যোগ প্রচেষ্টা গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। জাতীয় সাক্ষরতা কর্মসূচীতে দেশের আড়াই কোটি শিক্ষিত লোকের অংশগ্রহণের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া দ্রুত আমাদের নিরক্ষরতা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মানুষের মেধার বিকাশ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি করায়ত্ত করার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধ হলেও এবং প্রচেষ্টা চললেও শিক্ষিতের হার চব্বিশ শতাংশের উপরে তোলা সম্ভব হয়নি। স্ত্রী শিক্ষিতের হার আরও কম।

বাস্তব ভিত্তিক নীতির অভাবে আমাদের শিক্ষার অবস্থা করুণ। তাই বাজেটে শিক্ষা খাতের বর্তমান বরাদ্দ বেশ বড় হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষর লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। যেসব শিশু প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের অধিকাংশই দুই তিন বছরের মধ্যে ঝরে পড়ে। যারা শিক্ষাজীবন শেষ করে তাদেরও একটা বড় অংশের শিক্ষা দেশের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিশীল নয় বলে বেকার সমস্যা স্ফীত হচ্ছে। সাধারণ ও কিন্ডারগার্টেন—দুই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত থাকার ফলে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি হচ্ছে, বৈষম্য ঘটছে মেধা বিকাশে।

শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দেশোপযোগী, কালোপযোগী ও বাস্তবমুখী জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রচলন করা একান্ত জরুরী। সেই শিক্ষা প্রসারে সরকারের মত জনসাধারণের, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। অতীতে সর্বজনীন শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে জনকল্যাণ সংগঠন ও লোক হিতৈষী বিত্তবান ব্যক্তিদের উদ্যোগী ভূমিকা পালনের উজ্জ্বল নজীর রয়েছে। এ ধরনের ভূমিকা পালনের সুযোগ এখন বেড়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের সমগ্র শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের একাজে সদ্ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষা প্রসারে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাড়ুক, শিক্ষাবঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠী প্রকৃত শিক্ষার আলো লাভ করুক এবং জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত ও মসৃণ হোক—এই আমাদের কাম্য।